Islami Ain O Bichar
Vol. 20, Issue:78
April-June, 2024

ISSN:1813-0372, E-ISSN:2518-9530
submission: 2024-06-30
Published: 2024-10-17

DOI: https://doi.org/10.58666/iab.v20i78.275

Islamic Guidelines to Prevent Cyber Bullying : A Review in the Context of Bangladesh

Monjur Ahmad*

Abstract

The use of modern communication technology has provided immense speed to human life. The internet has made human activities easier. People may know any unknown matter of the world within a moment if they intend. Now communication from one end of the world to the other is just a fingertip. Along with this revolutionary human welfare of the internet, various problems have arisen. The world of crime based on the internet is called cybercrime. One of the corollaries of that cybercrime is cyberbullying. People are harassed in various ways through cyber bullying. Most of the victims are women and children. Cyberbullying is increasing all over the world. Bangladesh is no exception. Despite various laws and punishments, cyber bullying cannot be curbed. People cannot be restrained from wrongdoing by law alone. His religious beliefs and morals prevent him from sinning. This research has shed light on the necessary recommendations in the context of Bangladesh by highlighting the directives of Islam to prevent cyberbullying. Following descriptive and analytical methods this article has asserted that cybercrime in the society can be reduced only by following morals developed in the light of Islamic principles and guidelines along with proper application of Conventional laws and policies.

Keywords: Islam, computer, internet, cyber bullying, crime

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা : বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে একটি পর্যালোচনা

সারসংক্ষেপ

আধুনিক যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার মানুষের জীবনে দিয়েছে অফুরান গতি। ইন্টারনেটের কল্যাণে মানুষের কাজকর্ম সহজ থেকে সহজতর হয়েছে। মানুষ চাইলে পৃথিবীর যে কোন অজানাকে মুহূর্তের মধ্যেই জেনে নিতে পারে। এখন পৃথিবীর এক প্রান্তে থেকে অপর প্রান্তে যোগাযোগ শুধু আঙ্গুলের ইশারা মাত্র। ইন্টারনেটের এই যুগান্তকারী মানব কল্যাণের সাথে সাথে উদ্ভব হয়েছে নানা ধরনের সমস্যা। ইন্টারনেটকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠা অপরাধ জগৎকে সাইবার অপরাধ বলা হয়। সেই সাইবার অপরাধের অন্যতম অনুষঙ্গ হল সাইবার বুলিং। সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যমে মানুষকে নানাভাবে হয়রানি করা হয়। যার বেশিরভাগ শিকার নারী এবং শিশু। সারা পৃথিবীব্যাপী সাইবার বুলিং বাড়ছে প্রতিনিয়ত। বাংলাদেশও এর ব্যতিক্রম নয়। নানা ধরনের আইন ও শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও সাইবার বুলিং নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। মানুষকে শুধু আইন দিয়ে অন্যায় থেকে বিরত রাখা যায় না। তার ধর্মীয় বিশ্বাস ও নৈতিকতা তাকে পাপ থেকে বিরত রাখে। বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধে সাইবার বুলিং প্রতিরোধে ইসলামের নির্দেশনা তুলে ধরে বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে প্রয়োজনীয় সুপারিশ তুলে ধরা হয়েছে। বর্ণনামূলক ও বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতিতে রচিত আলোচ্য প্রবন্ধের মাধ্যমে প্রমাণিত হয়েছে যে, প্রচলিত আইন ও নীতিমালার সুষ্ঠু প্রয়োগের পাশাপাশি ইসলামী মূলনীতি ও দিকনির্দেশনার আলোকে গড়ে ওঠা নৈতিকতার অনুসরণের মাধ্যমেই সমাজের সাইবার অপরাধ কমানো সম্ভব।

মূলশব্দ: ইসলাম, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, সাইবার বুলিং, ক্রাইম

* Monjur Ahmad is a Lecturer of Department of Islamic Studies, Fazlul Hoque Mohila collage, Gendaria, Dhaka. E-mail: monjursiddiki@gmail.com

ভুমিকা

বর্তমান পৃথিবীকে বলা হয় গ্লোবাল ভিলেজ। সারা পৃথিবী এখন মানুষের হাতের তালুতে। এটা সম্ভব করে তুলেছে ইন্টারনেট প্রযুক্তি। ইন্টারনেটের ডানায় ভর করে মুহূর্তের মধ্যে সারা পৃথিবী পরিভ্রমণ মানুষের জন্য এখন খুবই মামুলী ব্যাপার। ইন্টারনেট আমাদের অজানাকে জানিয়েছে, অচেনাকে চিনিয়েছে এবং অসাধ্যকে সাধন করার মাধ্যমে সারা পৃথিবীর দূরত্ব ঘুচিয়ে দিয়েছে। ইন্টারনেট বছরকে মাসে, মাসকে সপ্তাহে, সপ্তাহকে দিনে, দিনকে মিনিটে পরিণত করেছে। ইন্টারনেট যেমনিভাবে আমাদের জীবনকে সহজ থেকে সহজতর করেছে তার গতির মাধ্যমে ঠিক তেমনিভাবে ইন্টারনেটের এই গতিকে কাজে লাগিয়ে আমাদের জীবনে প্রবেশ করেছে নানা সমস্যা। ইন্টারনেট দুনিয়ায় অসাধ্যকে সাধন করা যত সহজ ঠিক তত সহজেই ইন্টারনেট কেন্দ্রিক সমস্যা আমাদের জীবনকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যায়। ইন্টানেট কেন্দ্রিক এই সমস্যাগুলোকে সাইবার ক্রাইম নামে অবহিত করা হয়। ইদানীংকালে সাইবার অপরাধের নতুন উপশাখা হিসেবে যুক্ত হয়েছে সাইবার বুলিং। সাইবার বুলিং পরিভাষাটি প্রথমে শিশুদের ক্ষেত্রে ব্যবহার হলেও বর্তমানে তা আবালবৃদ্ধ সকলের ক্ষেত্রে সমানভাবেই প্রযোজ্য। অন্য সকল সাইবার অপরাধকে পাশ কাটিয়ে সাইবার বুলিং হয়ে উঠেছে বর্তমান ইন্টারনেট দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় হুমকি। ইন্টারনেট দুনিয়ার ব্যাপক বিস্তৃতি এবং ব্যক্তি পরিচয় লুকানোর সুযোগ থাকায় কঠোর আইন কানুন প্রণয়ন করেও সাইবার বুলিং নিয়ন্ত্রণ সম্ভব হচ্ছে না। সাইবার বুলিং যেহেতু ব্যক্তিকেন্দ্রিক অপরাধ। ব্যক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করতে হলে

নৈতিকতা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। আর মানুষের নৈতিকতা মূলত নির্ভর করে ধর্মের উপর। তাই এদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্ম ইসলামের আলোকে আলোচ্য নিবন্ধে সাইবার বুলিং বিষয়ে আলোকপাত করা হয়েছে।

প্রাসঙ্গিক সাহিত্য পর্যালোচনা

মার্কিন গবেষক Teri Breguel এর "Frequently Asked Question About Cyberbullying" গ্রন্থে সাইবার বুলিং-এর কারণ, ক্ষতিকর প্রভাব এবং সাইবার বুলিং-এর শিকার ব্যক্তির শারীরিক ও মানসিক ক্ষতির বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন। এছাড়া এ গ্রন্থে তিনি সাইবার বুলিং প্রতিরোধে নানাবিধ সুপারিশ উপস্থাপন করেছেন (Teri Breguel, 2007)।

টনি এলম্যান তার Mean Behind The Screen প্রবন্ধে সাইবার বুলিং এর নানাবিধ কারণ আলোচনা করেছেন। মানুষ কেন সাইবার বুলিং-এর দিকে ঝুঁকে পড়ছে সেই কারণ অনুসন্ধান করেছেন এই প্রবন্ধে। সাইবার বুলিং-এর নানা প্রকার উল্লেখ করেছেন এবং এটা রোধে নানা পদক্ষেপ নিতে সুপারিশ করেছেন (Allmen, 2009)।

ফাহমি আব্দুল হামিদ ও অন্যান্য রচিত 'Cyberbullying in Degital media: An Islamic Perspective' - শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে সাইবার বুলিং-এর আদ্যোপান্ত ইসলামের আলোকে আলোচিত হয়েছে। এই প্রবন্ধে সাইবার বুলিং কী, কেন হয়, এর কারণ এবং ইসলামের আলোকে সাইবার বুলিংকারীর কী ধরনের শাস্তির বিধান রয়েছে– তা আলোচিত হয়েছে (Hamid et al.)।

ড. গাদাহ নাস্‌সার তাঁর الإرهاب والجريمة الإلكترونية - গ্রন্থে সাইবার বুলিং-এর পরিচয় আলোচনা করেছেন। বুলিং-এর ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরেছেন এবং ইসলামের আলোকে কিভাবে সাইবার বুলিং রোধ করা যায় তা আলোচনা করেছেন (Naṣṣār 2017)।

ড. দিয়াব আল বাদায়নাহ তাঁর الجرائم الإلكترونية : المفهوم والأسباب। শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধে সাইবার ক্রাইমের পরিচয় ও কারণ সবিস্তারে আলোচনা করেছেন। ইসলামের আলোকে সাইবার অপরাধের শাস্তির বিধানও আলোচনা করেছেন। এখানে তিনি সাইবার বুলিং বিষয়েও অল্প বিস্তর আলোচনা করেছেন (al-Badāyanah 2018)।

ড. মাহমুদ মাদয়ান তাঁর فن التحقيق والإثبات فى الجرائم الالكترونية - শীর্ষক প্রবন্ধে সাইবার অপরাধের পরিচয়, সাইবার অপরাধের ধরন, সাইবার অপরাধের ক্ষতিকরদিক ও সাইবার অপরাধ দমনে ইসলামের নীতিমালা এবং অপরাধের শাস্তি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন (Madyan 2020)।

উপর্যুক্ত সাইবার অপরাধ, বিশেষ করে সাইবার বুলিং বিষয়ে প্রতিটি গ্রন্থ ও প্রবন্ধ অত্যন্ত যৌক্তিক ও সময়োপযোগী। তবে বাংলা ভাষাভাষী মানুষের জন্য তাদের ভাষায়, তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ-এর আলোকে সাইবার বুলিং সম্পর্কিত আলোচনা করা সময়ে দাবী। বিশেষ করে ইসলামের আলোকে সাইবার বুলিং কী

ধরনের অপরাধ– তা আলোকপাত করা ও প্রচারের ব্যবস্থা করার মাধ্যমে দেশ থেকে সাইবার বুলিং-এর পরিমাণ কমানো যাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। অন্য যেকোন আইনের চেয়ে ধর্মীয় বিশ্বাস এবং বিধানকে সকলেই শ্রদ্ধার চোখে বিবেচনা করে। তাই ইসলামের আলোকে সাইবার বুলিংয়ের অপরাধ নিরূপণ করা ও বিশ্লেষণ করা এবং সাইবার বুলিং-এর ইহ ও পারলৌকিক শাস্তির বিধান আলোচনা করে প্রয়োজনীয় সুপারিশ আলোচ্য প্রবন্ধটিতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

Cyber Bullying- কী?

সাইবার ক্রাইম আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যুগে অত্যন্ত পরিচিত একটি পরিভাষা। সাইবার ক্রাইম বলতে এমন অপরাধমূলক কার্যকলাপকে বোঝায়, যা ডিজিটাল ডিভাইস এবং নেটওয়ার্ক ব্যবহার করে সম্পাদিত হয়। এই অপরাধগুলোর মধ্যে সাইবার বুলিং, প্রতারণা, পরিচয় চুরি, ডেইটা লঙ্ঘন, কম্পিউটার ভাইরাস, স্ক্যাম, পর্নোগ্রাফি ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। এগুলোর মধ্যে সাইবার বুলিং নামক অপরাধ সবচেয়ে বেশি সংঘটিত হচ্ছে।

সাইবার বুলিং একটি ইংরেজি শব্দ। সাইবার (cyber) শব্দটির আভিধানিক অর্থ হচ্ছে 'অনলাইন জগৎ' অর্থাৎ সাইবার শব্দটি দ্বারা অনলাইনে যত প্রকার কর্মকাণ্ড সংঘঠিত হয়ে থাকে তাকে বোঝায়। বুলিং (bullying) শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কাউকে অপ্রত্যাশিত আক্রমণ এবং সামাজিকভাব হেয় প্রতিপন্ন করা (Rahaman & Tareq 2012, 865)।

প্রফেসর শাহীন শরিফ বলেন,

> Cyberbullying or cyberharassment is a from of bullying or harassment using electronic means... Cyberbullying is when someone, typically a teenager, bullies or harasses others on the internet and others digital spaces, particularly on social media sites.
> সাইবার বুলিং বা সাইবার হয়রানি হল ইলেকট্রনিক উপায়ে হয়রানি বা হয়রানির একটি রূপ। ... সাইবার বুলিং হল সাধারণত কোন ব্যক্তি ইন্টারনেট বা অন্যান্য ডিজিটাল স্পেস বিশেষ করে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অন্য কাউকে হয়রানি করে (Shariff 2008, 40)।

অনেকের মতে,

> Cyberbullying is the act of harassing, intimidating, or harming others through digital communication channels such as social media or messaging apps. It entails frequent and intentional behavior targeted at someone, causing them mental anguish or humiliation. Spreading rumors, exposing private information, impersonation, threats, or posting objectionable content online are all examples of cyberbullying
> সাইবার বুলিং হল ডিজিটাল যোগাযোগ চ্যানেল যেমন, সোশ্যাল মিডিয়া বা ম্যাসেজিং অ্যাপ্লিকেশনগুলোর মাধ্যমে অন্যকে হয়রানি, ভয় দেখানো বা ক্ষতি করা। এটি কারো দিকে লক্ষ্য করে ঘন ঘন এবং ইচ্ছাকৃত আচরণের সাথে জড়িত, যার

ফলে তার মানসিক যন্ত্রণা বা অপমান হয়। গুজব ছড়ানো, ব্যক্তিগত তথ্য প্রকাশ করা, ছদ্মবেশ, হুমকি দেওয়া বা অনলাইনে আপত্তিকর সামগ্রী পোস্ট করা ইত্যাদি সবই সাইবার বুলিং-এর উদাহরণ (Mitsu & Dawood 2022, 3)

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি, সাইবার বুলিং হচ্ছে অনলাইনে বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নিরাপরাধ কোনো ব্যক্তিকে সামাজিকভাবে হেয় করা কিংবা তাকে বিপদে ফেলার সংকল্পে বিভিন্ন কর্মপদ্ধতির আশ্রয় নেয়া।

সাইবার বুলিং-এর নানা রূপ

বর্তমান সময়ে বিভিন্নভাবে সাইবার বুলিং হয়ে থাকে। আধুনিক প্রযুক্তি যত প্রসার লাভ করছে, সাইবার বুলিং-এর নতুন নতুন রূপ আমাদের দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। নারী-শিশু-বৃদ্ধ কেউই এ ধরনের অপরাধের ভিক্টিম হওয়া থেকে রেহাই পাচ্ছে না। বাংলাদেশে প্রচলিত সাইবার বুলিংয়ের কিছু ধরন নিম্নরূপ:

- **হয়রানি** (Harassment)

হ্যারাসমেন্ট বা হয়রানি হল সাইবার বুলিং-এর সবচেয়ে কমন রূপ। অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কোন কোন সময় নির্দিষ্ট ভিকটিমকে কেন্দ্র করে ক্রমাগত হ্যারাসমেন্ট বা হয়রানি করা হয়ে থাকে। এর মধ্যে নানা ধরনের হুমকিও থাকতে পারে।

- **বর্জন** (Exclusion)

ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কারণ ব্যতীত কাউকে বারবার বিভিন্ন গ্রুপ থেকে বাদ রাখলে তা এক্সক্লুশন বা বর্জন হিসেবে বিবেচিত হয়। এটি বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অফলাইন বুলিং-এর অংশ হিসেবেই বিবেচিত হয়। তবে এটি অনলাইনে হতে পারে। কোনো কারণ ছাড়াই পরিচিতদের গ্রুপ থেকে কাউকে বারবার রিমোভ করাই মূলত এক ধরনের বুলিং (Smith & Steffgen, 2023, 123)।

- **অনলাইন হয়রানি** (Cyberstalking)

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে কাউকে নজরদারী করা বা পর্যবেক্ষণ করাকে সাইবারস্টকিং বলে। এক্ষেত্রে নানা ধরনের অভিযোগ এবং হুমকিও থাকতে পারে। সাইবারস্টকিং বা অফলাইন স্টকিং উভয়ই ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে বিবেচিত।

- **ব্যক্তিগত তথ্য ফাঁস** (Doxing)

কাউকে সমাজের সামনে ছোট করার জন্য তার অনুমতি ব্যতীত একান্ত ব্যক্তিগত স্পর্শকাতর তথ্য প্রকাশ্যে শেয়ার করাকে আউটিং বা ডক্সিং বলে। এটি এক ধরনের মারাত্মক সাইবার বুলিং, যার কারণে ভিক্টিম সামাজিকভাবে হেয় হয়ে যায় এবং নানা অঘটন ঘটায় (Mainuddin 2024, 78)।

- **ট্রোলিং** (Trolling)

কোনো ব্যক্তিকে মানসিক ভাবে আঘাত করার লক্ষ্যে অনলাইনে তাদের সম্পর্কে বাজে মন্তব্য, আপত্তিকর ছবি, ভিডিও পোস্ট করা মূলত ট্রোলিং এর অন্তর্ভুক্ত। আর এ ধরনের ট্রোলিংকে সাইবার বুলিং বলা হয় (Smith & Steffgen 2023, 111)।

- **ডিসিং** (Dicing)

কাউকে কোন ব্যক্তি সম্বন্ধে ভুল তথ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিকে সমাজের অন্য মানুষের থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টাকে ডিসিং বলে। এই ধরনের সাইবার বুলিং অনলাইন পোস্ট বা ব্যক্তিগত বার্তার মাধ্যমে হয়ে থাকে। এর ফলে ভিক্টিম মানসিকভাবে বিষণ্নতায় ভোগে।

- **ছদ্মবেশ** (Disguise)

অনেক সময় অনলাইনে নিজের পরিচয় গোপন রেখে অন্যের পরিচয় ব্যবহার করে অন্যায় কাজ বা বিভ্রান্তিমূলক কর্মকাণ্ড করে থাকে। এর ফলে যে ব্যক্তির পরিচয় ব্যবহার করা হয় সে নানাবিধ সমস্যার সম্মুখীন হয়। এটি সাইবার বুলিং হিসেবে পরিচিত।

- **প্রতারণা** (Cheating)

কারো ঘনিষ্ঠ বন্ধু সেজে তার গোপনীয় এবং সংবেদনশীল তথ্য অনলাইনে ভাইরাল করে দেওয়া কিংবা ভিক্টিম-এর কাছে অর্থ দাবী করা এক ধরনের মারাত্মক সাইবার বুলিং। এই ধরনের প্রতারণা দিনদিন বেড়েই চলছে (Polak &Trottier 2012, 67-69) ।

- **ক্যাটফিশিং** (Catfishing)

যদি কেউ কারো সাথে মিথ্যা পরিচয় ব্যবহার করে প্রেমের বন্ধন তৈরি করে তার বিশ্বাসযোগ্য মানুষে পরিণত হয় এবং পরবর্তীতে তার সংবেদনশীল তথ্য সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার করে তবে সেটা ক্যাটফিশিং। এটি সাইবার বুলিং-এর অন্তর্ভুক্ত। ক্যাটফিশিং-এর শিকার হওয়া ব্যক্তি মানসিকভাবে প্রচণ্ড রকম খারাপ অবস্থায় থাকে। এর ফলে তার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সৃষ্টি হয়।

- **ফেক আইডি** (Fake Id)

কোন ব্যক্তি যদি মিথ্যা তথ্য দিয়ে একাউন্ট খুলে কোন ব্যক্তিকে ম্যাসেজ প্রদানের মাধ্যমে বিরক্ত করে বা আজেবাজে ইঙ্গিত দেয় তাহলে সেটিও সাইবার বুলিংয়ের অন্তর্ভুক্ত (Trolley 2010, 76)।

সাইবার বুলিং-এর ক্ষতিকর প্রভাব

সাইবার বুলিং-এর বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব রয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-

- **আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া**

বুলিং-এর শিকার ব্যক্তি প্রথম যে ক্ষতিকর প্রভাবের মুখোমুখি হয় তা হল আত্মবিশ্বাস কমে যাওয়া। নিজের প্রতি নিজে বিশ্বাস হারিয়ে চরম আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগতে থাকে।

- **সামাজিক আচরণের পরিবর্তন**

বুলিং-এর শিকার ব্যক্তি হীনমন্যতার কারণে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সাথে মেলামেশা কমিয়ে দেয় এবং সামাজিক অনুষ্ঠান এড়িয়ে চলে।

- **বিষণ্নতা**

সাইবার বুলিং-এর শিকার ব্যক্তি সামাজিকভাবে মেলামেশা না করার ফলে তার মধ্যে চরম একাকিত্ব কাজ করে। একাকিত্ব থেকে তৈরি হয় বিষণ্নতা। বিষণ্নতা তার মনে নানা ধরনের ক্ষতিকর চিন্তার উদ্রেক ঘটায় (Morese 2022, 60)।

- **কর্মবিমুখতা**

হীনমন্যতা ও বিষণ্নতার যাঁতাকলে পিষ্ঠ হয়ে বুলিং-এর শিকার ব্যক্তি নিজের প্রতি সব ধরনের আশা হারিয়ে ফেলে। তাই তার নিজের এবং পরিবারের জন্য কোন কর্মেই আর তার কোন আগ্রহ থাকে না। এভাবে বুলিং মানুষকে কর্ম বিমুখ করে তোলে।

- **মাদকাসক্তি**

বুলিং-এর শিকার ব্যক্তি বিষণ্নতার কারণে অনেক সময় অসৎ সঙ্গীদের সাথে চলতে শুরু করে এবং মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

- **আত্মহত্যার প্রবণতা**

বুলিং-এর শিকার অনেকেই অপমান সইতে না পেরে আত্মহননের পথ বেছে নেয়। নিজের জীবন দেওয়ার মাধ্যমে বুলিং থেকে পালিয়ে বাঁচতে চায় (Chadwick 2014, 70-72)।

বাংলাদেশে সাইবার বুলিং-এর চিত্র

সারা পৃথিবীর সাথে তালমিলিয়ে বাংলাদেশও এখন অনলাইন জগতের চরম অপরাধ সাইবার বুলিংয়ের সাথে বেশ পরিচিত। অপরাধীরা অনলাইন প্ল্যাটফর্মকে কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশে নতুন নতুন অপরাধ ছড়িয়ে দিচ্ছে।

পুলিশের সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগের সহকারী কমিশনার ধ্রুব জ্যোর্তিময় গোপ বলেন, সাইবার বুলিংয়ের পরিসর বেশ বড়। অন্তরঙ্গ ছবি ছড়িয়ে হয়রানি করা বা যৌন হয়রানি তো আছেই। তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন নতুন আরও নানা অনুষঙ্গ। এর মধ্যে এলার্মিং হচ্ছে, প্রথমে অনলাইনে পরিচয় গোপন করে প্রেমের সম্পর্ক তৈরি করে, তারপর কৌশলে সাক্ষাত করে ছবি ও ভিডিও গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে সেই ভিডিও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার হুমকি প্রদান করে অর্থ দাবী করা। এই ধরনের প্রতারণাই এখন সবচেয়ে বেশি হচ্ছে।

পুলিশের এই কর্মকর্তা আরও বলেন, একসময় স্রেফ মজা করার জন্য বানানো মিম দিয়েও হয়রানি করা হচ্ছে। এখন শুধু মানুষ নয়; বড় বড় প্রতিষ্ঠানও সাইবার হয়রানির শিকার হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানের নাম প্রকাশ না করে তিনি আরও বলেন যে, মোটরসাইকেলের একটি খ্যাতনামা ব্রান্ডের আমদানিকারক প্রতিষ্ঠান সম্প্রতি সাইবার বুলিং-এর শিকার হয়ে মামলা করেছে। ব্রান্ড প্রমোশনের জন্য এক সময় যারা কাজ করতো, তারাই পরবর্তীতে কমদামে তাদের চাহিদামতো মোটরসাইকেল না পেয়ে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের নামে নানা অশালীন মন্তব্য অনলাইনে ছড়িয়েছে (Prothom Alo, 23 Sep. 2023)।

বাংলাদেশের সাইবার অপরাধের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের ৫০.২৭ শতাংশ সাইবার বুলিংয়ের শিকার হচ্ছে। ছবি বিকৃতি করে অপপ্রচার, পর্নোগ্রাফি কনটেন্ট, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচার এবং অনলাইনে ও ফোনে মেসেজ পাঠিয়ে হুমকি দিয়ে মানসিক হয়রানির ঘটনা ক্রমেই বাড়ছে। বিশেষ করে করোনা পরবর্তী সময়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অপপ্রচারের প্রবণতা বাড়তে শুরু করেছে। এর বেশির ভাগেরই বয়স ১৮ থেকে ৪০ এর মধ্যে। এর হার ৮০.৯০ শতাংশ। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশন-এর গবেষণা প্রধান ইস্ট ওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের সিনিয়র প্রভাষক মুনিরা আজমী জাহান বলেন, ২০২১ সালের তুলনায় ২০২২ সালে সাইবার বুলিংয়ের শিকার মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। ২০২২ সালে ৫০.১৬ শতাংশ বুলিং ২০২৩ সালে এসে ৫০.২৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।

সাইবার অপরাধের শীর্ষে রয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমসহ অন্যান্য অনলাইন একাউন্ট হ্যাকিং। যার পরিমাণ ২০২১ সালে ছিল ২৩.৮৯, যা ২০২৩ সালে এসে দাঁড়িয়েছে ২৮.৩১ শতাংশে। একান্ত ব্যক্তিগত মুহূর্তের ছবি বা ভিডিও (পর্নোগ্রাফি) ব্যবহার করে হয়রানির সংখ্যা ২০২২ সালে ৭.৬৯ শতাংশ ছিল, যা ২০২৩ সালে এসে ৯.৩৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ফটোশপের মাধ্যমে ছবি বিকৃত করে হয়রানির ঘটনা ৫.৮৫ শতাংশ থেকে বেড়ে দাঁড়ায় ৬.৯৩ শতাংশ।এছাড়াও করোনা মহামারির সময় ১৫.০৬ শতাংশ মানুষ অনলাইনে পণ্য কিনে প্রতারিত হয়েছেন (Daly Star, 10 Jan. 2024) ।

দৈনিক প্রথম আলোর গবেষণায় উঠে এসেছে, সাইবার বুলিংয়ের শিকার হওয়া ব্যক্তিদের অধিকাংশই নারী। ২০২০ সালের নভেম্বরে পুলিশ সাইবার সার্পেটি ফর উইমেন যাত্রা শুরু করে। প্রথম বছরে এই ইউনিটের সঙ্গে যোগাযোগ করেন ১৭ হাজার ২৮০ জন নারী। তারা প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে সাইবার বুলিং-এর শিকার। গতবছর ঢাকায় ৯০০-এর বেশি ঘটনা নিয়ে কাজ করেছে সাইবার ক্রাইম ইনভেস্টিগেশন বিভাগ। তাদের হিসাবে সাইবার বুলিংয়ে নারী ও পুরুষের অনুপাত সমান হলেও অন্তরঙ্গ ছবি/ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে নারীরা ভুগছেন বেশি। পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, টাকা না দিলে অন্তরঙ্গ ছবি/ভিডিও ছড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় পুরুষ ভুক্তভোগীর সংখ্যা ২৩, অন্যদিকে নারীর সংখ্যা ছিল ১০০। ভুয়া আইডি থেকে সাইবার বুলিংয়ের ক্ষেত্রে ভুক্তভোগী পুরুষের সংখ্যা ছিল ৪৯, নারীর সংখ্যা ১০০। তবে আইডি হ্যাকের শিকার হয়েছেন বেশিসংখ্যক পুরুষ (Prothom Alo, 29 Mar. 2022)। সাইবার ক্রাইম অ্যাওয়ারনেস ফাউন্ডেশনের তথ্যমতে, সাইবার বুলিংয়ের শিকার ৩.২৫ শতাংশ আত্মহত্যা করেছেন। আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন ১.৯৫ শতাংশ, ভয় দেখিয়ে ধর্ষণ করা হয় ১৫.৫৮ শতাংশকে। প্রতিবেদন অনুযায়ী, বিষয়টিকে গোপন রাখতে আইনি ব্যবস্থা নেয়নি সর্বোচ্চ ২১ শতাংশ ভুক্তভোগী। এছাড়া ১৭ শতাংশ ভুক্তভোগী সামাজিক ভাবমূর্তি রক্ষার জন্য, ১৭ শতাংশ আইনি ব্যবস্থা নিয়ে উল্টো হয়রানি পোহাতে হবে, ১৭ শতাংশ অভিযোগ করেও কোনো লাভ হবে না ভেবে কোনো ব্যবস্থা নেয়নি। অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রভাবশালী হওয়ায় কোনো পদক্ষেপ নেয়নি ৭ শতাংশ ভুক্তভোগী (dhakatimes24, 20 Aug. 2022)।

এভাবেই সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সাইবার বুলিং-এর ঘটনা দিনদিন বাড়ছে। সম্প্রতি শিশু অভিনেত্রী শিমরান সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ট্রলের শিকার হয় মারাত্মভাবে, যা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে যে, সাইবার বুলিং বাংলাদেশে কতটা ভয়াবহ। এছাড়াও প্রতিনিয়ত আমাদের চারপাশে অনলাইনে বুলিং-এর ঘটনা ঘটেই চলেছে। যার অধিকাংশই মান মর্যাদার ভয়ে কোথাও অভিযোগ করে না। এর অন্যতম কারণ হল অপরাধের যথাযথ শাস্তি না হওয়া।

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে প্রচলিত আইন

অপ্রতিরোধ্য গতিতে ছড়িয়ে পড়া সাইবার অপরাধ দমনের লক্ষ্যে ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে জাতীয় সংসদে সাইবার নিরাপত্তা বিল-২০২৩ পাস হয়। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কার্যক্রম স্থগিত করে আনীত এ বিলে চারটি অজামিনযোগ্য ধারা রাখা হয়েছে। এ আইনে সাইবার বুলিংয়ের মতো অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির সুপারিশ করা হয়েছে। নিম্নে সাইবার বুলিং সংক্রান্ত আইনগুলো তুলে ধরা হলো:

- **কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা ইলেক্ট্রনিক ডিভাইসে বে-আইনি প্রবেশ ও দণ্ড**

সাইবার নিরাপত্তা আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১৮ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে কোন কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে বে-আইনি প্রবেশ করেন বা প্রবেশ করতে সহায়তা করেন এবং কম্পিউটার সিস্টেমের কোনরূপ ক্ষতি সাধন করে তবে অপরাধী ৬ (ছয়) মাস কারাদণ্ডে বা অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

- **ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক প্রতারণা**

সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৩ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ডিজিটাল বা ইলেকট্রনিক মাধ্যম ব্যবহার করে অর্থাৎ কোনো ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে বা অনুমতি ব্যতীত কোন কম্পিউটার প্রোগ্রামে, কম্পিউটার সিস্টেমে বা নেটওর্য়াকে বা সামাজিক মাধ্যমের কোন তথ্য পরিবর্তন করা, মুছে ফেলা, নতুন কোনো তথ্য সংযুক্ত করে নিজের বা অন্য কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সুবিধা প্রাপ্তি বা ক্ষতি সাধন করে তবে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন (Ahmad 2009, 41)।

- **মিথ্যা পরিচয় বা ছদ্মবেশ ধারন**

সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৪ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে বা জ্ঞাতসারে কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার প্রোগ্রাম, কম্পিউটার নেটওর্য়াক বা কোন ডিজিটাল ডিভাইস ব্যবহার করে প্রতারণার উদ্দেশ্যে অপর কোন ব্যক্তির পরিচয় ধারণ করেন বা অন্য কোন ব্যক্তির ব্যক্তিগত কোন তথ্য নিজের বলে প্রদর্শন করেন, তবে তিনি অনধিক ৫ (পাঁচ) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

- **আক্রমণাত্মক বা মিথ্যা ভীতিপ্রদর্শক তথ্য উপাত্ত প্রেরণ ইত্যাদির দণ্ড**

সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৫ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোন ডিজিটাল বা ইলেকট্রিনিক মাধ্যমে ইচ্ছাকৃতভাবে এইরূপ কোন তথ্য উপাত্ত প্রেরণ করেন, যা আক্রমণাত্মক বা ভীতিপ্রদর্শক অথবা মিথ্যা বলে জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও কোন ব্যক্তিকে বিরক্ত, অপমান, অপদস্থ বা হেয় প্রতিপন্ন করার অভিপ্রায়ে কোন তথ্য-উপাত্ত প্রেরণ, প্রকাশ বা প্রচার করেন তবে অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৩ (তিন) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

- **অনুমতি ব্যতীত পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, ব্যবহার ইত্যাদির দণ্ড**

সাইবার নিরাপত্তা আইনের২৬ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি আইনগত কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে অপর কোন ব্যক্তির পরিচিতি তথ্য সংগ্রহ, বিক্রয়, দখল, সরবারহ বা ব্যবহার করে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি বাহ্যিক, জৈবিক বা শারীরিক তথ্য বা অন্য কোন তথ্য যা একক বা যৌথভাবে একজন ব্যক্তি বা সিস্টেমকে শনাক্ত করে, যার নাম, ছবি, ঠিকানা, জন্ম তারিখ, মাতার নাম, পিতার নাম, স্বাক্ষর, জাতীয় পরিচয়পত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে জালিয়াতি করলে অনধিক ২ (দুই) বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ৫(পাঁচ) লক্ষ টাকা দণ্ডে বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

- **মানহানিকর তথ্য প্রকাশ, প্রচার ইত্যাদি**

সাইবার নিরাপত্তা আইনের ২৯ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি ওয়েবসাইট বা অন্য কোন অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে কারো ব্যক্তিগত বা প্রাতিষ্ঠানিক বিষয়ে মানহানিকর কোন তথ্য প্রকাশ ও প্রচার করে তবে তিনি এই অপরাধের জন্য অনধিক ২৫ (পঁচিশ) লক্ষ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

- **হ্যাকিং সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড**

সাইবার নিরাপত্তা আইনের ৩২ নং ধারায় বলা হয়েছে, যদি কোন ব্যক্তি নিজ মালিকানা বা দখলবিহীন কোন কম্পিউটার বা কম্পিউটার সিস্টেমে বা নেটওয়ার্কে অবৈধভাবে প্রবেশের মাধ্যমে কোন তথ্য চুরি করে বা ক্ষতি সাধন করে তবে তিনি উক্ত অপরাধের জন্য অনধিক ১৪ (চৌদ্দ) বছর কারাদণ্ডে বা অনধিক ১ (এক) কোটি টাকা অর্থদণ্ডে বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হবে (Laws of Bangladesh Nd)।

সাইবার বুলিং প্রতিরোধে ইসলামী নির্দেশনা

ইসলাম সর্বযুগে সবচেয়ে আধুনিক জীবন বিধান। ইসলাম কেবল নিছক ধর্ম নয়। ইসলাম প্রত্যেক যুগের সকল সমস্যার সমধান করে মানুষের জীবনে দেয় আলোর দিশা। সাইবার বুলিং বা সাইবার বুলিজম অতি আধুনিক টার্ম হলেও এর মধ্যে যে সকল অপকর্মের সংমিশ্রণ ঘটেছে তার প্রত্যেকটিই আলাদা আলাদাভাবে চরম অপরাধ। ইসলাম আজ থেকে দেড় হাজার বছর পূর্বেই মানুষকে অপমান বা ক্ষতিকরার এই গর্হিত কর্ম বুলিংয়ের প্রত্যেকটি অনুষঙ্গকে কঠোরভাবে নিষেধ করেছে

এবং এর ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তির ঘোষণা দিয়ে মানবসমাজে শান্তি ও নিরাপত্তার দিকনির্দেশনা দিয়ে রেখেছে।

আমরা যদি লক্ষ্য করি, অনলাইন প্ল্যাটফর্মে যখন কোনো ব্যক্তিগত কোন অপকর্ম করে তখন সে তার নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখে। অর্থাৎ, অপরাধী এবং ভিকটিম ছাড়া কেউই প্রাথমিকভাবে জানে না যে, কে এই বুলিং করেছে। এটা কেবল প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে আল্লাহর ভয় ছাড়া কোনভাবেই মানুষকে এই ধরনের অপরাধ থেকে ফিরিয়ে রাখা যায় না। তার প্রমাণ কঠোর আইন ও শাস্তির বিধান থাকা সত্ত্বেও প্রতিনিয়ত বুলিং বাড়ছে। তাইতো আল-কুরআনে আল্লাহ তাআলা অসংখ্য জায়গায় আল্লাহকে ভয় করতে বলেছেন এবং রাসূলুল্লাহ ﷺ প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে বলেছেন। যেমন আল্লাহর বাণী,

﴿وَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَ اعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ﴾

আল্লাহকে ভয় করো এবং জেনে রাখো আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে আছেন (al-Qur'ān, 02:194)।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ قُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا﴾

হে বিশ্বাসীগণ তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো (al-Qur'ān, 33:70)।

আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর নবী ﷺ বলেন,

اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُ مَا كُنْتَ وَ أَتْبِعْ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقْ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ

তুমি যেখানেই থাকো আল্লাহকে ভয় কর, পাপ করলে সাথে সাথে পুণ্যও কর; যাতে পাপ মোচন হয় এবং মানুষের সাথে উত্তম আচরণ কর (al-Tirmidhī 2015, 1987)।

সাইবার বুলিংয়ের অন্যতম প্রধান উপাদান হল হিংসা-বিদ্বেষ। অন্যের অগ্রগতি, উন্নতি সহ্য করতে না পেরে অনেকে তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের কটুকথা অনলাইনে ছড়িয়ে দেয়। ইসলামের দৃষ্টিতে পরশ্রীকাতরতা অনেক বড় অন্যায়। আল্লাহর রাসূল ﷺ এ ধরনের কাজ থেকে উম্মতকে বিরত থাকতে বলেছেন। আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, আল্লাহর রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন,

إياكم و الحسد؛ فإنَّ الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النارُ الحطبَ

তোমরা হিংসা পরিহার করবে, কারণ আগুন যেভাবে কাঠ জ্বালিয়ে দেয় হিংসা তেমনিভাবে নেক আমল জ্বালিয়ে দেয় (Abū Dāwūd 2015, 4903)।

সাইবার বুলিং-এর অন্যতম একটি অস্ত্র হলো, অন্যের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া। যেমন অন্যের নামে ভুয়া একাউন্ট খুলে চ্যাট করা এবং তা বিভিন্ন গ্রুপে শেয়ার করা, যাতে ব্যক্তি সমাজের কাছে হেয় প্রতিপন্ন হয়। এই ধরনের ঘটনার শিকার অধিকাংশ নারী। ইসলামের দৃষ্টিতে কোনো নিরপরাধ মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া চরম গর্হিত কাজ। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنٰتِ الْغٰفِلٰتِ الْمُؤْمِنٰتِ لُعِنُوْا فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ وَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ﴾

যারা সচ্চরিত্র, সরলমনা-নির্মলচিত্ত, ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে, তারা তো দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত এবং তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি (al-Qur'ān, 24:23)।

অনেকে আবার নিছক মজা করার উদ্দেশ্যে ট্রল করে, যা উপহাস বা বিদ্রূপের অন্তর্ভুক্ত ইসলামের দৃষ্টিতে উপহাস, তিরস্কার জঘন্যতম অপরাধ। আল্লাহ তাআলা আল কুরআনে ইরশাদ করেন:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَ لَا نِسَآءٌ مِّنْ نِّسَآءٍ عَسٰٓى اَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَ لَا تَلْمِزُوْٓا اَنْفُسَكُمْ﴾

হে ঈমানদারগণ! তোমরা কোন সম্প্রদায় যেন অপর কোন সম্প্রদায়কে বিদ্রূপ না করে। হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীদের চেয়ে উত্তম। আর কোন নারীও যেন অন্য নারীকে বিদ্রূপ না করে, হতে পারে তারা বিদ্রূপকারীর চেয়ে উত্তম। তোমরা এক অপরকে নিন্দা করো না (al-Qur'ān, 49:11)।

অনেক সময় সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কোন কোন ব্যক্তিকে মন্দ উপাধি দিয়ে প্রচার করে কিংবা কোন কোন ব্যক্তির ছবির সাথে নানা ধরনের হাস্যকর ক্যাপশন যুক্ত করে ভাইরাল করে দেয়, যার কারণে ব্যক্তির মানসম্মান ক্ষুণ্ন হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ لَا تَنَابَزُوْا بِالْاَلْقَابِ﴾

তোমরা পরস্পর মন্দ উপনামে ডেকো না (al-Qur'ān, 49:11)

অনেকক্ষেত্রে আবার অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে তাকে সর্বস্বান্ত করার উদ্দেশ্যে সাইবার বুলিংয়ের আশ্রয় নেয়া হয়। যেমন কারোও ব্যবসায় ঈর্ষান্বিত হয়ে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার নামে ভিন্ন ভিন্ন পেইজ খুলে নানা রকম অফার দেওয়া, মানহীন পণ্য বিক্রি করে তার সুনাম ক্ষুণ্ন করার ষড়যন্ত্র করা হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يَمْكُرُوْنَ السَّيِّاٰتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ وَ مَكْرُ اُولٰٓئِكَ هُوَ يَبُوْرُ﴾

আর যারা মন্দকাজের চক্রান্ত করে তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি আর ওদের ষড়যন্ত্র তো নস্যাৎ হবে (al-Qur'ān, 35:10)।

অনেক সময় সাইবার বুলিং করতে গিয়ে এতটা নীচে নেমে যায় যে, অন্যের বিভিন্ন ছবিকে ফটোশপের মাধ্যমে অশ্লীল বানিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ছড়িয়ে দেয় কিংবা কারোও নামে অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ কথা, গল্প লিখে ছড়িয়ে দেয়, যার ফলে ব্যক্তি মানসম্মান হানি হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿قُلْ اِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّىَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَ مَا بَطَنَ وَ الْاِثْمَ وَ الْبَغْىَ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾

আপনি বলে দিন, আমার পালনকর্তা অশ্লীল বিষয়সমূহ হারাম করেছেন যা প্রকাশ্য অপ্রকাশ্য এবং হারাম করেছেন গোনাহ, অন্যায়-অত্যাচার (al-Qur'ān, 07:33)।

অন্য জায়গায় আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۙ فِى الدُّنْيَا وَ الْاٰخِرَةِ ۚ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

যারা ঈমানদারদের মধ্যে অশ্লীলতার প্রসার পছন্দ করে, তাদের জন্য ইহকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না (al-Qur'ān, 24:19)।

অশ্লীলতার বিরুদ্ধে আল্লাহ তাআলা অন্যত্র বলেন,

﴿اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ الْاِحْسَانِ وَ اِيْتَآئِ ذِى الْقُرْبٰى وَ يَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَ الْمُنْكَرِ وَ الْبَغْىِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার আদেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অপছন্দ কাজ এবং অবাধ্যতা করতে বারণ করেন। তিনি তোমাদের উপদেশ দেন যাতে স্মরণ রাখো (al-Qur'ān, 16:90)।

বুলিংয়ের অন্যতম একটি রূপ হলো প্রতারণা করা। প্রতারণার মাধ্যমে অনেক ছেলে মেয়ের নাম ব্যবহার করে আইডি খুলে নানা ধরনের প্রতারণা করে। আইডি হ্যাক করে টাকা চাওয়ার মাধ্যমেও প্রতারাণা করা হয়। অথচ রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

من غشنا فليس منا

যে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয় (Muslim 2015, 164)।

সাইবার বুলিংয়ের শিকার অধিকাংশ শিশু। শিশুদের প্রতি মমতাহীন হয়ে মানুষ বুলিং করে। এটা একটা জঘন্য অপরাধ। রাসূলুল্লাহ ﷺ ইরশাদ করেন,

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا

তিনি আমাদের দলভুক্ত নন, যিনি ছোটদের স্নেহ এবং বড়দের সম্মান করে না (al-Tirmidhī 2015, 1919)।

অনলাইন প্ল্যাটফর্মে একজন আরেকজনের প্রতিবেশী বা বন্ধু। সেই বন্ধুর দ্বারাই বুলিংয়ের শিকার হয়ে বন্ধু বা অনলাইন প্রতিবেশী ক্ষতির সম্মুখীন হয়। এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেন,

خيرالأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه و خير الجيران عند الله خيرهم لجاره

সেই বন্ধু আল্লাহর কাছে উত্তম যে তার বন্ধুর নিকট উত্তম। সেই প্রতিবেশী আল্লাহর কাছে উত্তম যে তার প্রতিবেশীর কাছে উত্তম (al-Tirmidhī 2015, 1944)।

অন্য হাদীসে আল্লাহর নবী ﷺ বলেন,

لايَدْخُل الجَنَّةَ مَن لايَأمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ

সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নন (Muslim 2015, 73)।

কারোও ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করা মানবিক অধিকারসমূহের অন্তর্ভুক্ত। বুলিংয়ের জন্য কারো অতি গোপন বিষয়ে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করছে অপরাধীরা। ইসলাম মানুষের গৃহে প্রবেশের পূর্বে অনুমতির কথা বলেছে। এমনকি অনুমতি না পেলে ফিরে আসার কথাও বলেছে। এ বিষয়ে সুরা নূরে বলা হয়েছে-

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰى تَسْتَاْنِسُوْا وَ تُسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَهْلِهَا ۔ ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ﴾

হে ঈমানদারগণ তোমরা নিজেদের গৃহ ছাড়া অন্য গৃহে প্রবেশ করো না, যে পর্যন্ত আলাপ-পরিচয় না করো এবং গৃহবাসীদের সালাম না দাও।এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্মরণ রাখো (al-Qur'ān, 24:27)।

মানুষের গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করা অপরাধ। সাইবার বুলিং করার জন্য অপরাধীরা মানুষের একান্ত ব্যক্তিগত দুর্বলতা খুঁজে বের করে। এই বিষয়ে আল কুরআনে উল্লেখ হয়েছে,

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ وَّ لَا تَجَسَّسُوْا وَ لَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ۔ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ﴾

হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক পরিমাণ ধারণা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা অধিকাংশ ধারণা মিথ্যা। আর তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না। তোমাদের কেউ যেন কারোও পেছনে নিন্দা না করে। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? বস্তুত তোমরা এটাকে ঘৃণাই করো। আল্লাহকে ভয় করো। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবাহ কবুলকারী ও পরম দয়ালু (al-Qur'ān, 49:12)

আলোচ্য আয়াত দ্বারা মানুষের গোপনীয়তা অনুসন্ধান ও পশ্চাতে নিন্দা করাকে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার মতো জঘন্য অপরাধের সাথে তুলনা করে এই বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে।

সর্বোপরি সাইবার বুলিংয়ের মাধ্যমে নারী ও পুরুষের নামে মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়। অনেক মানুষের অতি সংবেদনশীল বিষয় ভাইরাল করে দিয়ে মানুষকে কষ্ট দেওয়া হয়। বুলিংয়ের শিকার মানুষ মানসিক কষ্টে ভোগেন, অত:পর সামাজিকভাবে হেয় হয়ে অনেক সময় নিজের জীবনের ক্ষতি সাধন পর্যন্ত করে ফেলে। এ বিষয়ে সাবধান করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

﴿وَ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنٰتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّ اِثْمًا مُّبِيْنًا﴾

যারা বিনা অপরাধে মুমিন নারী ও পুরুষকে কষ্ট দেয়, তারা মিথ্যা অপবাদ ও প্রকাশ্যে পাপের বোঝা বহন করে (al-Qur'ān, 33:58)।

হাদীসে আল্লাহর নবী ﷺ এ বিষয়ে বলেন,

المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يده،و المهاجر من هجر ما نهى الله عنه

মুসলিম তো ঐ ব্যক্তি, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ। আর মুহাজির তো সে ব্যক্তি, যে আল্লাহ যা নিষেধ করেছে তা থেকে বেঁচে থাকে (al-Bukhārī 2015, 10)।

সুপারিশমালা

অপ্রতিরোধ্য গতিতে বেড়ে চলা সাইবার বুলিং রোধ করতে হলে আলোচ্য নিবন্ধের নিরিখে নিম্নোক্ত সুপারিশ বাস্তবায়ন করা যেতে পারে:

- তরুণ প্রজন্মের জন্য প্রকৃত ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষা নিশ্চিত করতে হবে।
- যে সকল সাইট নারী ও শিশুর জন্য হুমকি সেই সাইটগুলোকে বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।

- সাইবার বুলিং যে মারাত্মক ধর্মীয় অপরাধ তা সকল প্রকার সামাজিক প্ল্যাটফর্মে প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।
- সাইবার অপরাধ দমনে বিদ্যমান আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করাসহ প্রয়োজনে আরোও কঠোর আইন প্রণয়ন করতে হবে।

উপসংহার

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে সাইবার বুলিং-এর পরিচয় এবং বুলিং-এর নানা ধরন সম্পর্কে স্পষ্টভাবে জ্ঞান লাভ হয়েছে। সাইবার বুলিং এর ফলে মানুষের কী ধরনের ক্ষতি সাধন হয়– তা সম্পর্কে জানা গেছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ইসলামের আলোকে সাইবার বুলিং কী ধরনের অপরাধ– তা আলোচিত হয়েছে। মানুষ কেবল বস্তুবাদী আইনে নিয়ন্ত্রিত হয় না বরং মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের দ্বারা পরিচালিত হয়। সাইবার বুলিং যেহেতু একটি ব্যক্তিগত গোপন অপরাধ, যা ব্যক্তি লোকচক্ষুর আড়ালে করে থাকে, তাই মানুষের মনকে নিয়ন্ত্রণকারী বিশ্বাসের আলোকে অপরাধের শাস্তি তুলে ধরার মাধ্যমে কীভাবে সাইবার বুলিং থেকে সমাজকে রক্ষা করা যায় তা আলোচিত হয়েছে। আলোচ্য প্রবন্ধে ইসলামের আলোকে সাইবার বুলিং যে একটা গর্হিত অপরাধ সে বিষয়ে আমরা একটি স্পষ্ট ধারণা লাভ করেছি। সাথে সাথে এই অপরাধের জন্য বাংলাদেশের প্রচলিত আইনে যে শাস্তির বিধান আছে সে সর্ম্পকে জ্ঞান লাভ করেছি।একজন সাইবার অপরাধী তার অপরাধের জন্য কোন ধরনের শাস্তির মুখোমুখি হতে পারে সেই বিষয়টি আমরা আলোচ্য প্রবন্ধ থেকে জানতে পেরেছি। ইসলামে সাইবার বুলিং -এর মতো জঘন্য অপরাধের শাস্তির যে সকল বিধান আছে তা আমরা জানতে পেরেছি। ইসলাম কীভাবে সাইবার বুলিং এর মতো জঘন্যতম অপরাধ থেকে মানুষকে রক্ষা করে সেই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা লাভ হয়েছে। যদি কোন মানুষ পূর্ণ ইসলামের অনুসারী হয় তবে তার দ্বারা সাইবার অপরাধের মতো কোন অপরাধ সংঘঠিত হতে পারে না। উপর্যুক্ত সুপারিশমালা রাষ্ট্রীয়ভাবে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সাইবার বুলিং প্রতিরোধ সম্ভব বলে আমাদের বিশ্বাস।

Bibliography

al-Qur'ān al-Karīm

Abū Dāwūd, Sulaymān Ibn Ash'ath Ibn Isḥāq al-Sijistānī. 2015. *Sunan Abī Dāwūd*.Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Ahmad, Zulfiquar Ahmad. 2009. *A Text Book on Cyber Law In Bangladesh*. Dhaka: Hasan Law Book

al-Badāyanah, Dhiyāb Mūsā. 2014. *al-Jarāim al-Ilikturūniyyah: al-Mafhūm wa al-Asbāb*. 'Ammān: al-Mamlakah al-Urduniyyah al-Hāshimiyyah

al-Bukhārī, Abū 'Abd Allah Muḥammad Ibn Ismā'īl. 2015. *al- Ṣaḥīḥ.* Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Allmen, Toney. 2009. *Mean Behind The Screen*. Capstan: New York.

al-Tirmidhī, Abū 'Īīsā Muḥammad Ibn 'Īīsā Ibn Sawratah Ibn Mūsā. 2015. *Sunan al-Tirmidhī*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Breguel, Teri. 2007. *Frequently Aksed Question About Cyberbullying*. New York: Rosen Publication

Chadwick, Sharlene Chadwick,2014, *Impacts Of Cyberbullying Building Social And Emotional Resilience in Schools,* Astalia: North Kyde N.S.W

Hamid, Mohammad Fahmi Abdul, Khairul Azhar Meerangani, Ahmad Arif Zulkefli, S Salahudin Suyurno, Mohd Khairul Nizam Mohd Aziz, and Mohammad Najiy Muhammad Jefri. 2021. "Cyberbullying in Digital Media: An Islamic Perspective." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 11 (9). doi: 10.6007/ijarbss/v11-i9/10917

Madyan, Maḥmūd. 2020. *Fan al-Taḥqīq wa al-Ithbāt Fī al-Jarāim al-Ilikturūniyyah*. Egypt: al-Miṣriyyah lil Nashr wa al-Tawzī'e

Mainuddin, Afif . 2024. *Cyber Aparad Nama*. Dhaka: Adammo Prokash

Mitsu, Rufa, and Eman Dawood. 2022. "Cyberbullying: An Overview." *Indonesian Journal of Global Health Research* 4 (1): 195–202. https://doi.org/10.37287/ijghr.v4i1.927

Morese, Rosalba. 2022. *Cyberbullying And Mental Heath: An Interdisciplinary Perspective*. USA: Frotiers In Pscychology

Muslim, Abū al-Ḥusain Muslim Ibn al-Ḥajjāj al-Qushairī al-Naisābūrī. 2015. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Edited by: Rāid Ibn Abī 'Alfah. Riyad: Dār al-Ḥaḍārah.

Naṣṣār, Ghādah. 2017. *al-Irhāb wa al-Jarāim al-Ilikturūniyyah*. Dūḥa: al-'Arabī lil Nashr wa al-Tawzī'e.

Rahaman, Latifur and Jahangir Tareque. 2012. *Bangla Accademy English-Bangla Dictinary*. Dhaka: Bangla Accademy.

Shariff, Shaheen. 2008. *Cyber Bullying, Issues And Solutions For The School, The Classroom And Home*. New York: Taylor & faineances e Library.

Smith, Peter K., and Georges Steffgen. 2013. *Cyberbullying Through the New Media: Findings From an International Network*. New York: Psychology Press.

Trolley, Barbara, and Constance Hanel. 2010. Cyber Kids, Cyber Bullying, Cyber Balance.New York: The Rosen Publishing Group.

dhakatimes24, 20 Aug. 2022. Accessed on Oct. 07. 2024 www.dhakatimes24.com/2022/08/20/274839

Prothom Alo, 23 Sep. 2023; 29 Mar. 2022

The Daly Star, 10 Jan. 2024